পঞ্চম অধ্যায়

ধম্মপদ

যমক বগ্‌গ

১। মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোমযা,
মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং দুক্‌খমন্বেতি চক্‌কং'ব বহতো পদং।

২। মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোমযা,
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং সুখমন্বেতি ছাযা'ব অনপাযিনী।

৩। 'অক্‌কোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং, অহাসি মে',
যে চ তং উপনযহন্তি, বেরং তেসং ন সম্মতি।

৪। 'অককোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং অহাসি মে',
যে চ তং ন উপনযহন্তি বেরং তেসূপসম্মতি।

৫। নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং,
অবেরেন চ সম্মতি এস ধম্মো সনন্তনো।

৬। সুভানুপস্‌সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিযেসু অসংবুতং,
ভোজনম্‌হি চ অমত্তঞ্‌ঞু কুসীতং হীনবীরিযং।
তং বে পসহতি মারো বাতো রুক্‌খং'ব দুব্বলং।

৭। অসুভানুপস্‌সিং বিহরন্তং, ইন্দ্রযেসু সুসংবুতং,
ভোজনম্‌হি চ মত্তঞ্‌ঞুং, সদ্ধং, আরদ্ধবরযং,
তং বে নপ্পসহতি মারো বাতো সেলং'ব পব্বতং।

৮। যথা'গারং দুচ্ছন্নং, বুট্‌ঠি সমতিবিজ্‌ঝতি,
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিজ্‌ঝতি।

৯। যথা'গারং সুচ্ছন্নং বুট্‌ঠি ন সমতিবিজ্‌ঝতি,
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্‌ঝতি।

১০। ইধ' নন্দতি, পেচ্চ নন্দতি, কতপুঞ্‌ঞো উভযত্থ নন্দতি;
পুঞ্‌ঞং মে কতন্তি নন্দতি, ভিয্যো নন্দতি সুগ্‌গতিং গতো।

শব্দার্থ

পদুট্‌ঠেন - প্রদুষ্টভাবে; চক্কং - চাকা; দুক্‌খমন্বেতি - দুঃখ অনুসরণ করে, পসন্নেন - প্রসন্নভাবে; অক্‌কোচ্ছি - আক্রোশ, অহাসি - চুরি করল; উপনযহন্তি - মনে পোষণ করা; সম্মতি - প্রমাণিত হওয়া; বেরেন বেরানি - বৈরী দ্বারা বৈরী, অসংবুতং - অসংযত, পসহতি - পরাভূত করে, দুচ্ছন্নং - ভালভাবে আচ্ছাদিত নয়; সুচ্ছন্নং - ভালভাবে আচ্ছাদিত; সমতিবিজ্‌ঝতি - প্রবেশ করে; অভাবিতং চিত্তং - ভাবনাহীন চিত্ত; সুভাবিতং চিত্তং - সুনিবিষ্ট চিত্ত।

সারমর্ম

মানুষের সুখ-দুঃখের প্রকৃত কারণ হচ্ছে মন। মানুষ যে সমস্ত জিনিস দেখে তা মনের দরজা দিয়েই ভিতরে প্রবেশ করে। মনই মানুষের জীবনকে গড়ে তোলে এবং তাকে সুখী ও দুঃখী করে। দূষিত মনে কাজ করলে দুঃখ এবং প্রসন্ন মনে কাজ করলে সুখ লাভ করা যায়। আগুন যেমন ইন্ধন না পেলে জ্বলতে পারে না, সেরূপ কেউ আমাকে আক্রোশ করল, আমাকে পরাস্ত করল, আমাকে ছিনিয়ে নিল এরূপ চিন্তা মনে স্থান না দিলে বৈরীভাব দূর হয়ে যায়। জগতে শত্রুতার দ্বারা শত্রুতাকে জয় করা যায় না। মৈত্রী দ্বারাই শত্রুতাকে জয় করতে হয়। ভোগের ইন্দ্রিয়গুলো সাধনার পথে বড় বাধা। একে জয় করার জন্য চাই মনে দৃঢ়তা, সংযম, অতুলনীয় বীর্য, পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা আর কঠোর সংকল্প। বৃষ্টির জল থেকে গৃহকে রক্ষার জন্য যেমন-সু-আচ্ছাদিত গৃহ প্রয়োজন তেমনি অপশক্তি থেকে রক্ষার জন্য ভাবনাযুক্ত চিত্তের প্রয়োজন। সৎকর্ম, সৎচিন্তা মানুষকে ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দ দেয়।

টীকা

যমক: যমক শব্দের অর্থ জোড়া। কিন্তু এখানে দুটি ভিন্নমুখী ভাব প্রকাশিত হয়েছে বলে এর নাম যমক বা যমজ। যমক বর্গের গাথাগুলোতে এর পরিচয় বিদ্যমান। এখানে দুটি পরস্পর ভিন্নমুখী ভাব প্রকাশিত হয়েছে। এ দুটির মধ্যে একটির গতি ঊর্ধ্বমুখী, অন্যটির গতি নিম্নমুখী। প্রদুষ্ট মনে কাজ করলে দুঃখ আসে। প্রসন্ন মনে কাজ করলে সুখ আসে।

অপ্পমাদ বগ্গ

১। অপ্পমাদো অমতপদং, পমাদো মচ্চুনো পদং,
অপ্পমত্তা ন মীযন্তি, যে পমত্তা যথামতা।

২। এতং বিসেসতো ঞত্বা অপ্পমাদম্হি পণ্ডিতা,
অপ্পমাদে পমোদন্তি অরিযানং গোচরে রতা।

৩। তে ঝাযিনো সাততিকা নিচ্চং দল্হপরক্কমা,
ফুসন্তি ধীরা নিব্বানং যোগক্খেমং অনুত্তরং।

৪। উট্ঠনবতো সতিমতো সুচিকম্মস্স নিসম্মকারিনো,
সঞ্ঞতস্স চ ধম্মজীবিনো অপ্পমত্তস্স যসো 'ভিবড্ঢতি।

৫। উট্ঠানেন'প্পমাদেন সঞ্ঞমেন দমেন চ,
দীপং কযিরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি।

৬। পমাদমনুযুঞ্জন্তি বালা দুম্মেধিনো জনা,
অপ্পমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্ঠং'ব রক্খতি।

৭। মা পমাদমনুযুঞ্জন্তি মা কামরতিসন্থবং,
অপ্পমত্তো হি ঝাযন্তো প্পপোতি বিপুলং সুখং।

৮। অপ্পমত্তো পমত্তেসু সুত্তেসু বহুজাগরো,
অবলস্সং'ব সীঘস্সো হিত্বা যাতি সুমেধসো।

৯। অপ্পমাদরতো ভিক্খু পমাদে ভয়দস্সি বা,
সঞ্ঞোজনং অণুং থুলং ডহং অগগী'ব গচ্ছতি।

১০। অপ্পমাদরতো ভিক্খু পমাদে ভযদস্সি বা,
অভব্বো পরহাণায় নিব্বানস্সেব সন্তিকে।

শব্দার্থ

অমতপদং - অমৃতের পদ; মচ্চুনো পদং - মৃত্যুর পথ; মীযন্তি - মরে; গোচরে - আচরিত ধর্মে, রতা - রত; সাততিকা -সতত উদ্যোগী, দল্হ পরাক্কমা- দৃঢ় পরাক্রমশালী; উট্ঠানবতো - উত্থানশীল; সতিমতো-স্মৃতিমান; নিসম্মকারিনো - সাবধানী; সঞ্ঞস্স - সংযমীর, যসোবড্ঢতি - যশ বর্ধিত হয়, ওঘো - জলপ্রবাহ, এখানে সংসার স্রোত; দুম্মেধিনো - দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন, কামরতিসম্ভবং - কামরতিসম্ভোগ; অবলস্সো - দুর্বল অশ্ব, সীঘস্সো - দ্রুতগামী অশ্ব; অণু - সূক্ষ্ম; থুলং - স্থূল। ডহং - দগ

সারমর্ম

অপ্রমাদ হল কাজে সতর্কতা; জেনে শুনে কাজ করা। সমস্ত সৎ ও পুণ্যকাজের মূলে আছে অপ্রমাদ। প্রমাদ হল তার বিপরীত। যারা প্রমত্ত তারা বেঁচে থেকেও মৃত। অপ্রমাদ অমৃতের পথ; প্রমাদ মৃত্যুর পথ। যিনি অপ্রমত্ত, ধ্যানশীল, উদ্যোগী, দৃঢ়পরাক্রমশীল তিনিই নির্বাণ লাভ করেন। অপ্রমত্ত ব্যক্তি উৎসাহশীল, সতত স্মৃতিমান, ধর্মপরায়ণ, সংযতন্দ্রিয় ও উদ্যমী। তাঁর যশ ক্রমশ বর্ধিত হয়। মানুষের জীবন বিরাট কর্মক্ষেত্র। সংসার সমুদ্র তরংগ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এরই মাঝে যে মানুষ বীর্য, সংযম ও প্রজ্ঞা দ্বারা আশ্রয় রচনা করে তাকে কোন পাবন ধ্বংস করতে পারে না। অবিবেচক ও দুর্মতিসম্পন্ন মানুষেরা প্রমত্ত হয়। যারা বিবেচক ও বুদ্ধিমান তাঁরা অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের ন্যায় রক্ষা করেন। যাঁরা অপ্রমত্ত, কামাসক্ত নয় তাঁরা বিপুল সুখের অধিকারী হন। জাগ্রত ব্যক্তি নিদ্রিতের মধ্যে জাগ্রত থেকে বেগমান ঘোড়া যেমন দুর্বল ঘোড়াকে অতিক্রম করে যায় তেমনি সঠিক পথে এগিয়ে যায়। যে ভিক্ষু অপ্রমত্ত, দৃঢ় সংকল্প পরায়ণ, উদ্যমশীল, ভয়দর্শী তিনি সহজে তাঁর লক্ষে পৌছতে পারে। অতএব, অপ্রমত্ত হয়ে সৎজীবন যাপন করবে। সৎকর্ম কর, আলস্য পরিত্যাগ কর; উদ্যমশীল ও বীর্যবান হও।

টীকা

অপ্পমাদ: অপ্পমাদ বা অপ্রমাদ শব্দের অর্থ হল অপ্রমত্ততা। অপ্রমাদ হল সৎকাজে উৎসাহ ও উদ্যম। বাংলা ভাষায় এ শব্দের যথাযথ অর্থ নেই। ফাউসবল, চাইল্ডারস, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি পন্ডিতগণ এর বিভিন্ন অর্থ করেছেন অনেকের মতে অপ্রমাদের নিকটতম অর্থ হল উদ্যামশীলতা। অতএব, অপ্রমাদ শব্দের অর্থ হিসেবে আমরা জাগ্রতভাব, উত্থানশীলতা, উদ্যম ও উৎসাহকে ধরে নিতে পারি। যিনি সংযত, বীর্যবান, শীলবান, স্মৃতিবান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনিই অপ্রমত্ত। বৌদ্ধ দর্শনের মূল ভিত্তি অপ্রমাদের মধ্যে নিহিত।

চিত্ত বগ্গ

১। ফন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্খং দুন্নিবারযং,
উজুং করোতি মেধাবী উসুকারো'র তেজনং।

২। বারিজো'র থলে খিত্তো ওকমোক্তো উব্ভতো,
পরিফন্দতি'দং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে।

৩। দুন্নিগ্গহস্স লহুনো যত্থ কামনিপাতিনো,
চিত্তস্স দমথো সাধু চিত্তং দন্তং সুখাবহং।

৪। সুদুদ্দসং সুনিপুণং যত্থ কামতিপাতিনং,
চিত্তং রক্খেয্য মেধাবী চিত্তং গুত্তং সুখাবহং।

৫। দুরংগমং একচরং অসরীরং গুহাসযং,
যে চিত্তং সঞ্ঞমেস্সন্তি মোক্খন্তি মারবন্ধনা।

৬। অনবট্ঠিতচিত্তস্স সদ্ধম্মং অবিজানতো,
পরিপবপসাদস্স পঞ্ঞা ন পরিপুরতি।

৭। অনবস্সুতচিত্তস্স অনন্বাহত চেতসো,
পুঞ্ঞপাপ্পহীনস্স নত্থি জাগরতো ভয।

৮। কুম্ভুপমং কাযমিমং বিদিত্বা
নগরূপমং চিত্তমিদং ঠপেত্বা,
যোধেথ মারং পঞ্ঞাযুধেন
জিতঞ্চ রক্খে অনিবেসনো সিযা।

৯। দিসো দিসং যং তং কযিরা বেরী পন বেরিনং,
মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং পাপিযো নং ততো করে।

১০। নং তং মাতা পিতা কযিরা অঞ্ঞে বা'পি ঞাতকা,
সম্মাপণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো করে।

শব্দার্থ

ফন্দনং - স্পন্দনশীল; দুরক্খং - দুরক্ষ্য; উসুকারো - শরনির্মাতা; তেজনং -শক্তি, উজুং-সোজা, ওকমোক্তো উব্ভতো - জলাশয় থেকে উদ্ধৃত; থলে খিত্তো - স্থলে নিক্ষিপ্ত বারিজো'র - মাঝের ন্যায়; মারধেয্যং - মাররাজ্য; পহাতবে - পরিত্যাগ করতে; দুন্নিগ্গহ - দুর্নিগ্রহ, লহুনো - লঘু; সুদুদ্দসং - দুর্ধর্ষ; গুত্তং - গুপ্ত; দুরংগমং - দূরগামী; মোক্খন্তি - মুক্ত হয়; সুঞ্ঞমেস্সন্তি - শংকা করেন, অনবট্ঠিত চিত্তস্স - অনবস্থিত চিত্ত; অনবস্সুত চিত্ত - বাসনাহীন চিত্ত; অনন্বাহত চেতসো - অবিচলিত চিত্ত; কুম্ভুপমং - কুম্ভাকারের ন্যায়; পঞ্ঞাযুধেন - প্রজ্ঞারূপ অস্ত্রদ্বারা; কযিরা - করে; মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং - মিথ্যায় পরিচালিত চিত্ত; সম্মাপণিহিতং চিত্তং - সত্যে পরিচালিত চিত্ত।

সারমর্ম

চিত্ত চঞ্চল, দুর্নিবার, দুরক্ষণীয় এবং স্পন্দনশীল। তাকে সংযত করা কঠিন। কিন্তু যিনি জ্ঞানী তিনি চিত্তকে দৃঢ় ও সংযত করেন যেমন তীর নির্মাতা তীরের ফলাকে সোজা করে। জলের মাছকে ডাঙ্গায় তুললে সে যেমন ছটফট করে তেমন ষড়রিপুর বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য মানুষের চিত্ত অস্থির হয়। সংযত চিত্তই সুখের কারণ। সদাচারী চিত্তই মানুষকে সুখ দেয়। চিত্ত বিচরণশীল, দূরগামী, অশরীরী ও মনের গুহায় তার নিবাস। একটি বিষয়েই আশ্রয়শীল। বিপথগামী চিত্ত মানুষের প্রভূত ক্ষতি করে যা মাতাপিতা, জ্ঞাতিগোত্র এবং শত্রুরাও করতে পারে না। চিত্তকে সংযত রাখতে হবে, সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে।

পুপ্ফ বগ্গ

১। কো ইমং পঠবিং বিজেস্সতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং?
কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্ফমিব পচেস্সতি?

২। সেখো পঠবিং বিজেস্সতি যমলোকঞ্চইমং সদেবকং,
সেখো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্ফমিব পচেস্সতি।

৩। ফেনূপমং কাযমিমং বিদিত্বা মরীচিধম্মং অভিসম্বুধানো,
ছেত্বান মারস্স পুপ্ফকানি অদস্সনং মচ্চুরাজস্স গচ্ছে।

৪। পুপ্ফানি হেব পচিনন্তং ব্যসত্তমনসং নরং,
সুত্তং গামং মহোঘো'ব মচ্চু আদায গচ্ছতি।

৫। যথাপি ভমরো পুপ্ফং বণ্ণগন্ধং অহেঠযং,
পলেতি রসমাদায এবং গামে মুনীচরে।

৬। ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং
অত্তনো'ব অবেক্খেয্য কতানি অকতানি চ।

৭। যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বণ্ণবন্তং অগন্ধকং,
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতো।

৮। যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বণ্ণবন্তং সগন্ধকং,
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি সকুব্বতো।

৯। ন পুপ্ফগন্ধো পটিবাতমেতি ন চন্দনং তগর মল্লিকা বা,
সতঞ্চ গন্ধো পটিবাতমেতি সব্ব দিসা সুপ্পুরিসো পবাতি।

১০। চন্দনং তগরং বা'পি উপ্পলং অথ বস্সিকী,
এতেসং গন্ধজাতানং সীলগন্ধো অনুত্তরো।

শব্দার্থ

বিজেস্সতি - জয় করা, পচেস্সতি-চয়ন করা, ফেনূপমং - ফেনের ন্যায়, ছেত্বান - ছেদন করে; মহোঘো - প্রবল বন্যা; পচিনন্তং - চয়নকারী; অহেঠয়ং - নষ্ট না করে; পরেসং - পরের; বিলোমানি - বিচ্যুতি; কতাকতং - কৃত অকৃত কাজ; অবেক্খেয্য - দেখা উচিত। অকুব্বতো - কার্যে পরিণত না হলে; সকুব্বতো - কার্যে পরিণত হলে; পটিবাতমেতি - বায়ুর প্রতিকূলে যায়; সপ্পুরিসো - সৎপুরুষ, অনুত্তরো - অনুত্তর, শ্রেষ্ঠ।

সারমর্ম

ইন্দ্রিয় সুখের উপকরণকে ফুলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ভোগলালসায় আসক্ত মানুষ ঐ ফুলের সন্ধানে নিয়মিত ঘুরছে। দক্ষ মালাকার যেমন দক্ষতার দ্বারা অনায়াসে নিখুঁত ফুলটি বেছে নেয় তেমনি মেধাবী আপন দক্ষতার সাহায্যে প্রকৃত ধর্মপদ খুঁজে নেয়। এভাবে তিনি কামলোক, দেবলোকসহ পৃথিবী জয় করে সুগতি লাভ করেন। এ দেহ ক্ষণস্থায়ী ফেনার ন্যায় মিথ্যা মরীচিকার মত। যিনি এ সত্য জানেন তিনি মারের পুষ্পবান ছিন্ন করে মৃত্যুকে জয় করেন। বন্যা যেমন সুপ্ত গ্রামকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তেমনি পুষ্পচয়নে ব্যস্ত (আসক্তি পরায়ণ) মানুষকেও মৃত্যু ছিনিয়ে নেয়। মুনিদের প্রকৃতি ভ্রমরের ন্যায়। ভ্রমর যেমন ফুলের গন্ধের বিনষ্ট না করে মধু নিয়ে চলে যায় তেমনি মুনিগণ গ্রামে বিচরণ করেন। তাঁরা মানুষকে পীড়ণ না করে ধর্মপথে নিয়ে আসে। রঙ আর রূপের আবেদন চোখে, গন্ধ থাকে হৃদয়ে। ফুলের সার্থকতা রূপে নয়, সৌরভে। গন্ধহীন ফুলের রূপ বৃথা। তেমনি ভালকথা ভালকাজে পরিণত হলে তবেই তার সার্থকতা। প্রেম, দয়া, সেবা, পরোপকার প্রভৃতি সৎ প্রবৃত্তিগুলো বিকশিত পুষ্পের ন্যায় মানুষের হৃদয়কে সুরভিত করে। ফুলের গন্ধ শুধুমাত্র বাতাসের অনুকূলে যায় কিন্তু সৎ ব্যক্তির যশ চারদিকে ব্যপ্ত হয়। এ বর্গে অপরের ত্রুটিবিচ্যুতি না দেখে নিজের ত্রুটিবিচ্যুতি দেখার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। ফুলের গন্ধ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মুনিদের ক্ষয় নেই। এ বর্গে অনিত্যতার কথাই প্রকাশিত হয়েছে।

তণ্হা বগ্গ

১। মনুজস্স পমত্তচারিনো তণ্হা বড্ঢতি মালুবা বিষ,
সো পবতি হুরাহুরং ফলমিচ্ছং'ব বনস্মিং বানরো।

২। যং এসা সহতেজম্মী তণ্হা লোকে বিসত্তিকা,
সোকা তস্স পবড্ঢন্তি অভিবট্ঠং'ব বীরণং।

৩। যো চে'তং সহতী জম্মিং তণ্হং লোকে দুরচ্চয়ং,
সোকা তম্হা পপতন্তি উদবিন্দু'র পোক্খরা।

৪। তং বো বদামি ভদ্দং বো যাবন্তে'ত্থ সমাগতা,
তণ্হায মূলং খণথ উসীরত্থো'ব বীরণং
মা বো নলং'ব সোতো'ব মারো ভঞ্জি পুনপ্পুনং

৫। যথাপি মূলে অনুপদ্দবে দল্হে ছিন্নো'পি রুক্খে পুনরেব রূহতি,
এবম্পি তণ্হানুসযে অনূহতে নিব্বত্ততি দুক্খমিদং পুনপ্পুনং।

৬। সত্তি সব্বধি সোতা লতা উব্ভিজ্জ তিট্ঠতি,
তঞ্চ দিস্বা লতং জাতং মূলং পঞ্ঞায ছিন্দথ।

৭। তসিণায পুরক্খতা পজা পরিসপ্পতি সসো'ব বাধিতো,
সঞ্ঞোজনসঙ্গত্তকা দুক্খমুপেন্তি পুনপ্পুনং চিরায।

৮। বীততণ্হো অনাদানো নিরুত্তি পদকোবিদো,
অক্খরানং সন্নিপাতং জঞ্ঞা পুব্বাপরানি চ,
স বে অন্তিমসরীরো মহাপঞ্ঞো মহাপুরিসো'তি বুচ্চতি।

৯। সব্বাভিভূ সব্ববিদুহমস্মি সব্বেসু ধম্মেসু অনুপলিত্তো,
সব্বঞ্জহো তণ্হক্খযে বিমুত্তো সযং অভিঞ্ঞায় কমুদ্দিসেয্যং।

১০। সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি, সব্বং রসং ধম্মরসো জিনাতি,
সব্বং রতিং ধম্মরতী জিনাতি, তণ্হক্খযো সব্বদুক্খং জিনাতি।

শব্দার্থ

তণ্হা - তৃষ্ণা, মালুব - মালুব লতা, বড্ঢতি - বাড়ে, পবতি - পাবিত হয়; হুরাহুরং - বারবার; অভিবট্ঠং বীরণং - বর্ধমান বীরণ লতা; পবড্ঢন্তি - বাড়ে; উদকবিন্দু - জলবিন্দু, পোক্খরা - পদ্মপত্র; অনুপদ্দং- অখণ্ড; জঞ্ঞা - জানা; সব্বঞ্জযো - সর্বজয়ী, কমুদ্দিসেয্যং - কার উদ্দেশ্যে।

সারমর্ম

মানুষের তৃষ্ণার শেষ নেই। তৃষ্ণা ক্রমাগত বেড়েই চলে। যিনি তৃষ্ণাকে জয় করতে পারেন তার শোক দূরীভূত হয়। সুতরাং আসক্তি বা তৃষ্ণার মূল উচ্ছেদ কর। যেরূপ মূল অখণ্ড ও দৃঢ় থাকলে ছিন্ন গাছও আবার গজিয়ে উঠে তেমনি তৃষ্ণার মূল ছিন্ন না হলে তা বারবার দুঃখ দেয়। মানুষের কাছে ভোগ এবং সুখ খুবই আনন্দের। জালবদ্ধ শশকের ন্যায় তৃষ্ণাচালিত হয়ে মানুষ ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। অতএব, তৃষ্ণাকে নিবারণ করতে হবে। যিনি বীততৃষ্ণ, অনাসক্ত ও বীতরাগ তাঁর এ শেষজন্ম। সর্বত্যাগী, সর্বজয়ী ব্যক্তি তৃষ্ণাক্ষয়ের দ্বারা মুক্তপুরুষ হয়। সর্বদানের চেয়ে ধর্মদান, সর্বরসের চেয়ে ধর্মরস শ্রেষ্ঠ। ধর্মদানের তুলনা হয় না। তৃষ্ণাক্ষয়ের দ্বারা সর্বদুঃখকে জয় করা যায়।

টীকা

তৃষ্ণা: যা পালিতে তণ্হা বাংলায় তা তৃষ্ণা। এ শব্দের অর্থ হল আসক্তি। তৃষ্ণাকে দুঃখের কারণ বলা হয়। তৃষ্ণা মানুষের পরম শত্রু। তৃষ্ণার কারণে মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে দুঃখ ভোগ করে। সাধারণত যে সমস্ত জিনিষ সুখকর ও আনন্দদায়ক তার প্রতি মানুষের আসক্তি বা তৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। তৃষ্ণাক্ষয়েই দুঃখের অবসান হয়। তৃষ্ণা তিন প্রকার; যথা- কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা।

বুদ্ধ বগ্গ

১। যস্স জিতং নাবজীযতি জিতমস্স নো যাতি কোচি লোকে,
তং বুদ্ধমনন্তগোচরং অপদং কেন পদেন নেস্সথ?

২। যস্স জালিনী বিসত্তিকা তন্হা নত্থি কুহিঞ্চি নেতবে,
তং বুদ্ধমনন্তগোচরং অপদং কেন পদেন নেস্সথ?

৩। যে ঝানপসুতা ধীরা নেক্খম্মুপসমে রতা,
দেবাপি তেসং পিহযন্তি সম্বুদ্ধানং সতীমতং।

৪। কিচ্ছো মনুস্সপটিলাভো কিচ্চং মচ্চান জীবিতং,
কিচ্ছং সদ্ধম্মসবনং কিচ্ছো বুদ্ধানং উপ্পাদো।

৫। সব্বপাপস্স অকরণং, কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিযোদপনং, এতং বুদ্ধানুসাসনং।

৬। খন্তি পরমং তপো তিতিক্খা নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা,
ন হি পব্বজিতো পরূপঘাতী সমণো হোতি পরং বিহেঠযন্তো।

৭। অনূপবাদো অনূপঘাতো পাতিমোক্খে চ সংবরো
মত্তঞ্ঞুতা চ ভত্তস্মিং পন্তঞ্চ সযনাসনং,
অধিচিত্তে চ আযাগো এতং বুদ্ধানুসাসনং,

৮। দুলভো পুরিসা জঞ্ঞো ন সো সব্বত্থ জাযতি,
যত্থ সা জাযতি ধীরো তং কুলং সুখমেধতি।

৯। সুখো বুদ্ধানুং উপ্পাদো সুখা সদ্ধম্মদেসনা,
সুখা সঙ্ঘস্স সামগ্গি সমগ্গানং তপো সুখো।

১০। পূজারহে পুজযতো বুদ্ধে যদি বা সাবকে,
পপঞ্চ সমতিক্কন্তে তিণ্ন সোকপরিদ্দবে।

শব্দার্থ

জালিনী- জ্বালরূপী, বিসতিকা - বিষময়; ঝানূপসুতা - ধ্যান পরায়ণ; সতিমতং - স্মৃতিমান; মচ্চ - মৃত্যু; উপ্পাদো - উৎপত্তি, সচিত্তপরিযোদপনং - স্বীয় চিত্তের পবিত্রতা সাধন; পরূপঘাতী- পরঘাতী; অনূপবাদো - অনিন্দিত, অনূপঘাতো -আঘাত না করা; সংবরো -সংযম; মত্তঞ্ঞুতা - মাত্রাজ্ঞান; পপঞ্চ সমতিকন্তে - সকল প্রপঞ্চ অতিক্রমকারী।

সারমর্ম

যাঁর কামনা বাসনা নিঃশেষ হয়েছে, যিনি নিষ্কলঙ্ক, যিনি তৃষ্ণামুক্ত, যিনি সকল পাপ থেকে মুক্ত তিনিই বুদ্ধ। তার কাছে সমস্ত প্রলোভনই নিষ্ফল। মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ; তেমনি বুদ্ধগণের উৎপত্তি বা আবির্ভাব দুর্লভ। সকল প্রকার পাপ কাজ থেকে বিরতি, কুশলকর্ম সম্পাদন এবং স্বীয় চিত্তকে শুদ্ধ রাখা- এটাই বুদ্ধগণের উপদেশ। কাউকেও আঘাত করবে না, কারও নিন্দা করবে না, মিতাহারী হবে, সর্বদা মনকে পবিত্র রাখবে। বুদ্ধগণের উৎপত্তি দুর্লভ। তাঁরা যে কুলে জন্ম নেয় সে কুলের সৌভাগ্য হয়। অতএব, অশেষ গুণসম্পন্ন বুদ্ধকে পূজা করে পুণ্যের ভাগী হও।

মগ্গ বগ্গ

১। মগ্গানট্ঠাঙ্গিকো সেট্ঠো সচ্চানং চতুরো পদা,
বিরাগো সেট্ঠো ধম্মানং দ্বিপদানঞ্চ চক্খুমা।

২। এসো'ব মগ্গো নত্থঞ্ঞো দস্সনস্স্ বিসুদ্ধিয়া,
এতং হি তুম্হে পটিপজ্জথ মারস্সেতং পমোহনং।

৩। এতং হি তুম্হে পটিপন্না দুক্খস্সন্তং করিস্সথ,
অক্খাতো বে মযা মগ্গো অঞ্ঞায সলসন্থনং।

৪। সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা'তি যদা পঞ্ঞায পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।

৫। সব্বে সঙ্খারা দুক্খা'তি যদা পঞ্ঞায পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।

৬। সব্বে ধম্মা অনত্তা'তি যদা পঞ্ঞায পস্সতি
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।

৭। উট্ঠানকালম্হি অনুট্ঠহানো যুবা বলি আলসিযং উপেতা,
সংসন্নসংকপ্পমনো কুসীতো পঞ্ঞায মগ্গং অলসো ন বিন্দতি।

৮। বাচনুরক্খী মনসা সুসংবুতো কাযেন চ অকুসলংন কযিরা,
এতে তযো কম্মপথে বিসোধযে আরাধযে মগ্গমিসিপ্পবেদিতং।

৯। উচ্ছিন্দ সিনেহমত্তনো কুমুদং সারদিকং'ব পাণিনা,
সন্তিমগ্গমেব ব্রুহয নিব্বানং সুগতেন দেসিতং।

১০। তং পুত্তপসুসম্মত্তং ব্যাসত্তমানসং নরং,
সুত্ত গামং মহোযো;ব মচ্চু আদায গচ্ছতি।

শব্দার্থ

বিরাগো - বৈরাগ্য, দ্বিপদং - মানুষ; পটিপজ্জথ - অবলম্বন করা, সলসথনং - শৈল্য উৎপাটন; নিব্বিন্দতি - নির্বেদ প্রাপ্ত হওয়া, পঞ্ঞায পস্সতি - প্রজ্ঞা দ্বারা দেখ, উট্ঠানকালম্হি - উত্থানকালে; অনুট্ঠহানো - উত্থান রহিতে, আলসিযং - আলস্যপরায়ণ, সংসন্নসংকপ্পমনো কুসীতো - যার চিত্ত অবসন্ন ও মন নিবীর্য, বাচানুরক্খী - বাক্যরক্ষায়, তযোকম্মপথ - তিন কর্মপথ (কায়, মন ও বাক্য), উচ্ছিন্দ - উচ্ছেদ কর, ব্রুহয - অনুসরণ করা, ব্যাসত্তমানসং; আসক্ত চিত্ত, মচ্চু আদায় গচ্ছতি - মৃত্যু নিয়ে যায়।

সারমর্ম

মার্গ হল পথ। এ সে পথ যে পথে নির্বাণ লাভ করা যায়। বলা হয়েছে, সকল মার্গের মধ্যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ। কেননা, এ পথে চার আর্যসত্য উপলব্ধি হয়। এ সত্যের উপলব্ধিতে দুঃখের অবসান হয়। সকলের এ পথ অনুসরণ করা প্রয়োজন। সকল সংস্কার অনিত্য, সকল ধর্ম অনাত্ম। মানুষ যখন এ সত্য উপলব্ধি করেন তখন সকল দুঃখ থেকে মুক্ত হন। এ মার্গ হল বিশুদ্ধি লাভের পথ। আলস্য প্রজ্ঞা লাভের চরম বাধা। যারা আলস্যপরায়ণ, উদ্যমহীন তারা জ্ঞান লাভ করতে পারে না। মুক্তির জন্য তিনটি কর্মপথকে বিশুদ্ধি রাখতে হবে। এ তিন প্রকার কর্মপথ হল- কায়, বাক্য ও মন। চিত্তকে আসক্ত রেখ না। শান্তির পথ অনুসরণ কর। বুদ্ধ শান্তির পথ অর্থাৎ নির্বাণ পথ দেখিয়েছেন।

টীকা

মগ্গ: মগ্গ শব্দের অর্থ হল মার্গ বা পথ। বুদ্ধ মানুষের মুক্তির জন্য যে পথ দেখিয়েছেন তা-ই মার্গ বা পথ। এ পথ মধ্যম পথ। এ মধ্যম পথের নাম আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক সংকল্প, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি হল এ মার্গের অঙ্গসমূহ। এটা বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। বুদ্ধ বলেছেন- আমি পথ প্রদর্শক মাত্র, তোমাদেরই নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করতে হবে।

চার আর্যসত্য

১। দুঃখ আছে
২। দুঃখের কারণ আছে
৩। দুঃখের নিরোধ আছে
৪। দুঃখ নিরোধের উপায়ও আছে।

ভিক্খু বগ্গ

১। চক্খুনা সংবরো সাধু, সাধু সোতেন সংবরো,
ঘাণেন সংবরো সাধু, সাধু, জিব্হায় সংবরো।

২। কাযেন সংবরো সাধু, সাধু বাচায় সংবরো,
মনসা সংবরো সাধু, সাধু সব্বত্থ সংবরো;
সব্বত্থ সংবুতো ভিক্খু, সব্বদুক্খা পমুচ্চতি।

৩। হত্থসঞ্ঞতো পাদসঞ্ঞতো বাচায় সঞ্ঞতো সঞ্ঞতুত্তমো,
অজ্ঝত্তরতো সমাহিতো একো সন্তসিতো তমাহু ভিক্খুং।

৪। যো মুখসঞ্ঞতো ভিক্খু মন্তভাণী অনুদ্ধতো,
অত্থং ধম্মং চ দীপেতি মধুরং তস্স ভাসিতং।

৫। ধম্মারামো ধম্মরতো ধম্মং অনুবিচিন্তিযং,
ধম্মং অনুস্সরং ভিক্খু সদ্ধম্মা ন পরিহাযতি।

৬। সুঞ্ঞাগারং পবিট্ঠস্স সন্তচিত্তস্স ভিক্খুনো,
অমানুসী রতি হোতি সম্মা ধম্মং বিপস্সতো।

৭। তত্রযামাদি ভবতি ইধ পঞ্ঞস্স ভিক্খুনো,
ইন্দ্রিযগুত্তি সন্তুট্ঠী পাতিমোক্খে চ সংবরো।
মিত্তে ভজস্সু কল্যাণে সুদ্ধাজীবে অতন্দিতে।

৮। সন্তকাযো সন্তবাচো সন্তবা সুসমাহিতো,
বন্তলোকামিসো ভিক্খু উপসন্তো'তি বুচ্চতি।

৯। অত্তনা চোদযত্তানং পটিমাসে অত্তমত্তনা,
সো অত্তগুত্তো সতিমা সুখং ভিক্খু বিহাহিসি।

১০। অত্তাহি অত্তনো নাথো, অত্তাহি অত্তনো গতি,
তস্মা সঞ্ঞমযত্তানং অস্সং ভদ্রং'ব বাণিজো।

শব্দার্থ

সংবরো - সংযত; সাধু - হিতকর; পমুচ্চতি - প্রমুক্ত হয়; অজ্ঝত্তরতো - অধ্যাত্মের, সন্তসিতো - সন্তুষ্টচিত্ত; সঞ্ঞতুত্তমো - উত্তম সংযমী; সন্তভাণী - মন্ত্রভাষী; সুঞ্ঞাগারং - শূন্যাগার; সন্তচিত্ত - শান্তচিত্ত; পবিট্ঠস্স - প্রবেশকারী; অমানুসী - অলৌকিক; তত্রাযামাদি - আদিকর্তব্য; সদ্ধজীবে - শুদ্ধজীবি; সঞ্ঞমযত্তানং - সংযত, অত্তাহি অত্তনো নাথো - নিজেই নিজের প্রভু; অস্সং-অশ্বকে।

সারমর্ম

ভিক্খু বর্গে ভিক্ষুর আদর্শের কথা বলা হয়েছে। যিনি হস্ত, পদ ও বাক্যে সংযমী, যিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় রত, যিনি শান্ত, সমাহিত, জ্ঞানী, যিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন না, যিনি ধর্মানুরক্ত, ধর্ম অনুসরণ করেন, যিনি শুদ্ধজীবী, সদাজাগ্রত, যিনি নির্জনে ধ্যানশীল থাকেন, যাঁর কায় সুন্দর, মন সুন্দর, বাক্য সুন্দর, যিনি নিজেই নিজের উত্থানের জন্য সচেতন তিনিই ভিক্ষু। মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয়- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এদের সংযত করা কঠিন। ভিক্ষু এদের সংযত করেন এবং সকল দুঃখ থেকে মুক্ত হন।

ব্রাহ্মণ বগ্গ

১। ছিন্দ সোতং পরক্কম্ম কামে পনুদ ব্রাহ্মণ,
সঙ্খারানং খযং ঞত্বা অকতঞ্ঞূ'সি ব্রাহ্মণ,

২। যদা দ্বযেসু ধম্মেসু পারগূ হোতি ব্রাহ্মণো,
অথস্স সবেব সংযোগ অত্থং গচ্ছন্তি জানতো।

৩। যস্স পারং অপারং বা পারাপারং ন বিজ্জতি,
বীতদ্দরং বিসংযুত্তং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং।

৪। ঝাযিং বিরজমাসীনং কতকিচ্চং অনাসবং,
উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং।

৫। যস্স কাযেন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কতং,
সংবুতং তীহি ঠানেহি তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং।

৬। ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচি সো চ ব্রাহ্মণো।

৭। সব্বসংযোজনং ছেত্বা যো বে ন পরিতস্সতি,
সঙ্গাতিগং বিসংযুত্তং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং।

৮। ছেত্বা নদ্ধিং বরত্তঞ্চ সন্দামং সহনুক্কমং,
উক্খিত্ত পলিঘং বুদ্ধং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণ।

৯। অক্কোসং বধবন্ধঞ্চ অদুট্ঠো যো তিতিক্খতি,
খন্তিবলং বলানীকং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং।

১০। অক্কোধনং বতবন্তং সীলবন্তং অনুস্সদং,
দন্তং অন্তিমসারীরং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং।

শব্দার্থ

সোতং - স্রোত, ছিন্দ - ছেদন করা - পরক্কম্ম- পরাক্রম, খযং - ক্ষয়, অকতঞ্ঞূসি - অকৃত, পারগূ - পারঙ্গম, বিজ্জতি - বিদ্যমান, বীতদ্দরং - নির্ভীক, সংবুতং - সংযমী, জটাহি - জটা দ্বারা, জচ্চা - জন্মদ্বারা, ঝাযিং - ধ্যানী, কতকিচ্চং - কৃতকৃত্য, অনুপ্পতং - অনাশ্রব, উক্খিত্ত পরিঘং - মোহ প্রাচীর, সঙ্গাতিগং - আসক্তিরহিত, বিসংযুত্তং - বন্ধনমুক্ত, অক্কোসং - আক্রোশ, বতবন্তং - ব্রতপরায়ণ, দন্তং - সংযত, অন্তিমসরীরং - অন্তিম দেহধারী, তিতিক্খতি - ত্যাগ করা।

সারমর্ম

ব্রাহ্মণ বর্গে কি কি গুণে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় তাই মূলত আলোচিত হয়েছে। এ বর্গের মূল আবেদন হল কেউ জন্মের দ্বারা নয়; বরং কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। জন্ম বা গোত্র পরিচয়ে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, যিনি পবিত্র যার অন্তরে সত্য ও ধর্ম বিরাজমান তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি ধ্যানপরায়ণ, নিরাসক্ত, নিষ্কলঙ্ক এবং পরমার্থ লাভ করেছেন তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। যিনি সুবাক্য বলেন, যিনি ক্ষমাশীল, ধ্যানপরায়ণ, সংযমী এবং অন্তিম দেহধারী তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণকে তৃষ্ণা স্রোত রুদ্ধ করে নির্বাণকে জানতে হবে।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। জ্ঞানীরা কোন বিষয় থেকে মুক্ত হয়?

ক. আশা খ. বন্ধন

গ. কামনা ঘ. ছেদন

২। পরাক্রম কিসের গতিরোধ করে?

ক. মোহের খ. স্রোতের

গ. আশার ঘ. নিরাশার

৩। কী মনে কাজ করলে দুঃখ অনুসরণ করে?

ক. দুষিত খ. প্রদুষ্ট

গ. কলুষিত ঘ. প্রকৃষ্ট

৪। অবৈরী দ্বারা কী প্রশমিত হয়?

ক. বৈরিতা খ. মিত্রতা

গ. সখ্যতা ঘ. শত্রুতা

৫। কী মনে কাজ করলে সুখ অনুসরণ করে?

ক. প্রসন্ন খ. প্রশান্ত

গ. প্রশমিত ঘ. প্রশ্রিত

৬। কোন কাজ দ্বারা ইহলোকে পরলোকে আনন্দ পাওয়া যায়?

ক. ভাল খ. পুণ্য

গ. মূল্যবান ঘ. শূন্যবান

৭। **যে চিত্ত ধ্যান পরায়ণ সে চিত্তে কী প্রবেশ করে না?**

ক. রাগ খ. শোক

গ. দুঃখ ঘ. তাপ

৮। **অপ্রমাদ কিসের পথ?**

ক. সুখের খ. শান্তির

গ. অমৃতের ঘ. অসত্যের

৯। **অপ্রমাদ সর্বদা কীরূপ?**

ক. নিন্দনীয় খ. গোপনীয়

গ. প্রশংসনীয় ঘ. আদরণীয়

১০। **অপ্রমত্ত ব্যক্তি বিপুলভাবে কিসের অধিকারী হয়?**

ক. অর্থ খ. সুখ

গ. বল ঘ. ধন

১১। **চিত্ত কোন রাজ্য ছাড়ার জন্য ছটফট করে?**

ক. মারের রাজ্য খ. মানুষের রাজ্য

গ. দেবতার রাজ্য ঘ. চোরের রাজ্য

১২। **কোনটি মানুষের বেশি ক্ষতি করে?**

ক. দুষ্ট চিত্ত খ. বিপথগামী চিত্ত

গ. সংযত চিত্ত ঘ. শান্ত চিত্ত

১৩। **যার চিত্ত কামনাহীন তিনি কী হন?**

ক. উন্নত খ. জাগ্রত

গ. উদ্ধত ঘ. প্রশস্ত

১৪। **সুরক্ষিত চিত্ত কিসের হেতু?**

ক. জ্ঞানের খ. দুঃখের

গ. সুখের ঘ. আশার

১৫। **চিত্ত স্বভাবতই কীরূপ?**

ক. স্থির খ. চপল

গ. চটুল ঘ. বটুল

১৬। আসক্তি পরায়ণকে কে ছিনিয়ে নিয়ে যায়?

ক. ভয় খ. মৃত্যু

গ. নিন্দা ঘ. প্রশংসা

১৭। চরিত্রবানের সৌরভ কোথায় ব্যক্ত হয়?

ক. দেবলোকে খ. সর্বত্র

গ. স্বর্গলোকে ঘ. মর্তলোকে

১৮। সম্যক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের গতিবিধি কার আয়ত্তের বাইরে?

ক. মারের খ. দেবতার

গ. যক্ষের ঘ. মানুষের

১৯। সুগন্ধময় ফুলের কী সার্থক?

ক. অবস্থান খ. রূপ

গ. সৌষ্ঠব ঘ. রং

২০। কে দেবলোক জয় করে?

ক. শিক্ষার্থী খ. জ্ঞানী

গ. সুদক্ষ ঘ. ধ্যানী

২১। ধর্মরস সকল রসকে কী করে?

ক. ধ্বংস খ. জয়

গ. পরাস্ত ঘ. উপরস্থ

২২। তৃষ্ণাক্ষয় কী জয় করে?

ক. শক্তি খ. মোহ

গ. দঃখ ঘ. সুখ

২৩। তৃষ্ণাকে জয় করার জন্য ভিক্ষুরা কী আকাঙ্ক্ষা করে?

ক. বৈরাগ্য খ. সাধনা

গ. দান ঘ. মান

২৪। সদ্ধর্ম দেশনা কী রকম?

ক. হিতকর খ. সুখকর

গ. ভীতিকর ঘ. প্রীতিকর

২৫। বুদ্ধের মতে কোন জিনিষ পরম ধন্য?

ক. নির্বাণ খ. মৈত্রী

গ. জ্ঞান ঘ. ধ্যান

২৬। মুনষ্য জন্ম লাভ কী ধরনের?

ক. কষ্টকর খ. দুর্লভ

গ. হিতকর ঘ. সুখকর

২৭। পরঘাতী ব্যক্তি কীরূপ হয় না?

ক. পণ্ডিত খ. প্রবাহিত

গ. সার্থক ঘ. ব্যর্থক

২৮। সকল সংস্কারসমূহ কীরূপ?

ক. অসত্য খ. অনিত্য

গ. অস্থির ঘ. অমৃত

২৯। আসক্ত চিত্ত মানুষকে কোন দিকে নিয়ে যায়?

ক. ধ্বংসের দিকে খ. মৃত্যুর দিকে

গ. দুঃখের দিকে ঘ. সুখের দিকে

৩০। তিন কর্মপথ কি ভাবে রাখবে?

ক. বিশুদ্ধ খ. সঠিক

গ. স্থির ঘ. বীর

৩১। মানুষ নিজেই নিজের কী?

ক. ভাগ্যনিয়ন্তা খ. নাথ

গ. নির্দেশক ঘ. প্রদর্শক

৩২। যিনি হস্তপদে সংযমী তিনি কী ধরনের?

ক. সংযমী খ. কুশলী

গ. জ্ঞানী ঘ. ধ্যানী

৩৩। যিনি ধর্মানুরক্ত তিনি কোথা থেকে চ্যুত হন না?

ক. স্বকর্ম খ. স্বস্থান

গ. স্বধর্ম ঘ. স্বমর্ম

খ. **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. প্রমাদ কেন মৃত্যুর পথ?

২. কারা জীবিত থেকেও মৃত?

৩. পন্ডিতেরা কীভাবে প্রমাদকে দূরীভূত করেন?

৪. কে অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের মত রক্ষা করে?

৫ জ্ঞানীরা কীভাবে চিত্তকে সংযত করেন?

৬. কোন ধরনের চিত্ত সুখের কারণ?

৭. সঠিকভাবে পরিচালিত চিত্ত কাদের চেয়ে বেশি উপকার করে?

৮. বিপথগামী চিত্ত কীভাবে মানুষের ক্ষতি করে?

৯. আসক্তিপরায়ণকে কে বন্যার মত ছিনিয়ে নেয়?

১০. কাদের সৌরভ বাতাসের প্রতিকূলেও যায়?

১১. মানবজন্মে মানুষের কী ধরনের কর্ম করা উচিত?

১২. পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় কার শোক দূরীভূত হয়?

১৩. কোন সত্য জেনে তৃষ্ণাকে উৎপাটন করবে?

১৪. কিসের ক্ষয়সাধিত হলে সর্বদুঃখের অবসান হয়?

১৫. পৃথিবীতে কার জন্ম শেষ জন্ম?

১৬. কী কী জিনিষ সুখকর?

১৭. কোন ব্যক্তি প্রব্রজিত নয়?

১৮. কী কী জিনিষ দুর্লভ?

১৯. কোন তিনটি দ্বার বিশুদ্ধ রাখতে হবে?

২০. মহাপাবনের মত কোন জিনিষ মানুষকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়?

২১. কোন ব্যক্তি জ্ঞান মার্গ লাভে অসমর্থ?

২২. কোন পথ বিশুদ্ধি মার্গ?

২৩. কী কী সংযম হিতকর?

২৪. নিজেই নিজের নাথ- এ কথাটি কতটুকু সত্য?

২৫. উপশান্ত কাকে বলে?

২৬. ব্রাহ্মণ কোন দুটি ধর্মে অভিজ্ঞ?

২৭. যিনি নির্ভীক ও অনাসক্ত তাকে কী বলা হয়?

২৮. জটা বা গোত্রের পরিচয়ে কী ব্রাহ্মণ হওয়া যায়?

গ. **রচনামূলক প্রশ্ন :**

১. যমক বর্গের সারাংশ লেখ।

২. যমক বর্গের মুল বক্তব্য তুলে ধর।

৩. প্রমাদ বর্গের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।

৪. নির্বাণ লাভের জন্য অপ্রমাদ কতটুকু সহায়ক তা ব্যাখ্যা কর।

৫ অপ্রমাদ শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব লেখ।

৬. চিত্ত বর্গের বক্তব্য বিষয় লেখ।

৭. চিত্ত শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ কর।

৮. পুপ্‌ফ বর্গের বক্তব্য বিষয় লেখ।

৯. পুপ্‌ফ শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব ব্যাখ্যা কর।

১০. তণ্‌হা বর্গের মুল আবেদন কী তা লেখ।

১১. তণ্‌হা শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ কর।

১২. বুদ্ধ বর্গের সারমর্ম লেখ।

১৩. বুদ্ধের বিশেষ গুণাবলি বর্ণনা কর।

১৪. বৌদ্ধ দর্শনে 'মগ্‌গ' বলতে কি বুঝায় তা বিস্তারিত লেখ।

১৫. 'মগ্‌গ' বর্গের বিষয়বস্তু লেখ।

১৬. ভিক্‌খু বগ্‌গ অনুসারে একজন ভিক্ষুর কী কী গুণ থাকা আবশ্যক তা বর্ণনা কর।

১৭. একজন ভিক্ষুর কর্তব্য কী কী তা উল্লেখ কর।

১৮. ব্রাহ্মণ বর্গ অবলম্বনে প্রকৃত ব্রাহ্মণের স্বরূপ উল্লেখ কর।

১৯. "জন্মের দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না"- এ উক্তির ব্যাখ্যা কর।